44

DEC. 29 1999

শিক্ষা ঃ যুগচাহিদার নির্

মুহাম্মদ হোসেন

বাংলাদেশে বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়ে পতন-অভ্যুদয়ের দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে এর মূল প্রোথিত ছিল শ শোষণমূলক এক পরাধীন সমাজব্যবস্থায়। বিভেদ ও বৈষ নীতিবোধের দ্বারা পুষ্ট এই শিক্ষাব্যবস্থা মানবতার অপমানে তার সার্থকতা খুঁজেছে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা আমাদের লোকায়তিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অ মনমানসিকতায় এঁকে দিয়েছে দাসত্বের স্থায়ী মোহ

"Education is the single most critical element in combating poverty, empowering women, protecting children from hazardous and exploitative labour, sexual exploitation and promoting human right and democracy."

১. মানুষের ইতিহাস শুধুমাত্র প্রাণধারণ ও বংশবিস্তারেই অবসিত নয়, বরং তা নিত্যনতুন সংস্কৃতির সৃজন উল্লাসেও অনন্যভাবে মুখরিত। পৃথিবীর সকল দেশে মানুষ সবসময়েই তার জীবন ও জীবিকার উপায় খুঁজে বের করেছে এবং উদ্বৃত্ত তৈরির মাধ্যমে জীবনকে কি করে আরো বৈচিত্র্যময় ও আরো উপভোগ্য করা যায় তার কৌশল আয়ত্ত করেছে। এভাবেই সভ্যতার পর সভ্যতা গড়ে ওঠে, বিকশিত হয়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোর পতন ঘটে এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়। সভ্যতা-বিলুপ্তির কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ আমার উদ্দিষ্ট নয়। তবে যে কথাটি অনায়াসেই বলা যায় তাহলোঃ কোন বিশেষ সম্পদের ঘাটতির কারণেই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার কোন এক সময় নতুন সভ্যতার জাগরণ ঘটে, 'বস্তুগত' বা 'প্রাকৃতিক' সম্পদের ব্যবহারে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। হঠাৎ করেই যেন এক অলৌকিক প্রভাব ছোঁয়ায় সেখানে সূচিত হয় নতুন প্রাণচঞ্চলতা। ইতিহাস ও বর্তমানের অভিজ্ঞান আমাদের এই ধ্রুব সত্যের প্রতি টেনে নিয়ে যায় যে, প্রকৃতি বা বস্তু নয়, বরং মানুষই আদি সম্পদ এবং সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানবচিত্তেই নিহিত থাকে সকল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান। ইতিহাসের ধারায় অকস্মাৎ একদিন দুঃসাহসী আবিষ্কার, উদ্ভাবনা, নির্মাণ ও কর্মোদ্যমের বিস্ফোরণ ঘটে— কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, বরং একই সঙ্গে অনেকগুলো ক্ষেত্রে। এটি কি করে সম্ভবপর হলো আপাতদৃষ্টিতে তা ঠাহর করা বেশ কঠিন। কালে এটি স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, উদ্যমের এই ধারার নেপথ্য বিধানের কাজটুকু সম্পন্ন করেছে নানা ধরনের বিদ্যালয়, অর্থাৎ তার শিক্ষাব্যবস্থা। তাই আমরা যথার্থই বলতে পারি ঃ শিক্ষা সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সবচাইতে শক্তিশালী সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া কোন সভ্যতা টিকতে পারে না। আমাদের সকল সমস্যার কাঙ্ক্ষিত উত্তরণে তাই শিক্ষা আমাদের বাহন, আমাদের পাথেয়, আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আণবিক যুগ যদি আগামীতে আমাদের সামনে কোন নতুন শঙ্কা মেলে ধরে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অগ্রগতি যদি অনাকাঙ্ক্ষিত অপব্যবহারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, বাণিজ্যায়ন যদি নতুন আতঙ্কে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে তবে এর সমাধান রয়েছে অধিকতর ও উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থায়। জীবন আজ তার আদিম সরলতা হারিয়ে ফেলেছে, তা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে— এর অর্থ উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সমাজের সকলের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। বহুল আলোচিত 'The Two Cultures and the Scientific Revolution' শিরোনামে Rede Lecture-এ লর্ড সি,পি স্নো বলেছেন ঃ

To say that we must educate or perish, is a little more melodramatic than the facts warrant. To say, we have to educate ourselves or watch a steep decline in our life time, is about right. (মর্মার্থ ঃ আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য— বাস্তব অবস্থার তুলনায় এই কথাটিকে কিছুটা অতিরঞ্জিত শোনাতে পারে। বরং কথাটিকে যদি এভাবে বলা যায় যে, নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জীবদ্দশায় আমাদের অতল খাদে নিক্ষিপ্ত হবার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে- তাহলে সেটিই হবে সঠিক)।

২. বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্টে তাই যথার্থ বলা হয়েছে ঃ

Investing in people, if done right, provides the firmest foundation of lasting development. (মর্মার্থ ঃ জনগণের জন্য পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের সবচাইতে শক্তিশালী বুনিয়াদ নির্মাণ সম্ভব)।

একটি জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ বা পুঁজি নয়-- বরং মানবসম্পদই তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চারিত্র্য ও গতিবেগের নিয়ামক। পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের নিষ্ক্রিয় উপাদান মাত্র, পক্ষান্তরে পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তৈরিসহ জাতীয় উন্নয়নধারাকে অগ্রবর্তী করতে মানুষের সক্রিয় ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং কোন দেশ যদি তার জনগণের দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্নয়ন সাধনে ব্যর্থ হয়, জাতীয় অর্থনীতিতে যদি তাদের অর্থবহ উপায়ে ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারে— তবে তার পক্ষে কখনোই কোন প্রকার উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। মানবিক দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকাই প্রধান। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই বিশ্বাস আজ দৃঢ়মূল যে, শিক্ষা সুবিধার দ্রুত সংখ্যাগত বিস্তারেই জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত। আরো বেশি করে শিক্ষার অর্থ আরো দ্রুত উন্নতি। এ কারণেই স্বল্পতম সময়ে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই দেশগুলোতে আজ ব্যাপক তৎপরতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। খ্যাতনামা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ M.P. Todaro-র ভাষায় 'the quest has become a politically sensitive, but often economically costly, sacred cow'. এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিগত তিন দশক যাবৎ শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে প্রচুর বিনিয়োগ সত্ত্বেও গড়পড়তা সাধারণ মানুষের অবস্থার তেমন একটা হেরফের হয়নি--এই পরিপ্রেক্ষিতেই টোডারোর এই তীর্যক মন্তব্য। এই দেশগুলোতে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য আজো ব্যাপক ও গভীর। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ধনী ও দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমে বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব ও ছদ্মবেকারত্ব আজ এক এমন উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত-- যেখানে শিক্ষিতরা প্রতিদিন বেকারত্বের আয়তনকে ক্রমস্ফীত করছে। এ কারণে শিক্ষা সংখ্যাগত ও গুণ-মানগত বিস্তারের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক কি, তা নতুন করে পুনর্বিচারের দাবি রাখে। এ ব্যাপারে যে প্রশ্নগুলো বিবেচনায় নেয়া দরকার, টোডারো তার একটি তালিকা নিম্নরূপে হাজির করেছেন ঃ

ক) শিক্ষা কি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চরিত্র, কাঠামো ও হারকে প্রভাবিত করে? কিংবা শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চরিত্র, কাঠামো ও হার দ্বারা প্রভাবিত হয়?

খ) সাধারণভাবে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা কাঠামো কি দেশীয় বৈষম্য ও দারিদ্র্যের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত বা প্রতিহত করে?

গ) গ্রাম-শহর মাইগ্রেশন বা অভিপ্রয়াণ এবং শহুরে বেকারত্বের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি? শিক্ষিত বেকারের ক্রমবৃদ্ধি কি সাময়িক অথবা স্থায়ী প্রকৃতির?

ঘ) শিক্ষা লাভে পুরুষের তুলনায় নারীরা কি পিছিয়ে আছে এবং নারী শিক্ষা ও কাম্য পারিবারিক আয়তনের মাঝে কি কোন সম্পর্ক আছে?

ঙ) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমানে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা কি কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সহায়তা করে অথবা অন্তরায় সৃষ্টি করে?

চ) স্বল্পোন্নত দেশগুলোর শিক্ষ
দেশগুলো শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বল্পোন্
উন্নত দেশগুলোতে পেশাগতভাবে
কারিগরি কর্মীদের আন্তর্জাতিকভাবে
সম্পর্ক কি?

বস্তুত এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রে
শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার সাধন স

৩. বিপুলা পৃথিবী, কাল নিরবধি,
অশেষ তার যাত্রা। মানবিক উপলব্ধি
কালের গতিধারা পায় এক নতুন অর্থ
কালের সীমানায় আমরা যাকে বর্ত
করি, তা একদিকে যেমন মানুষের অ
আশা-নিরাশায় দোলায়িত, অপরদিে
উদ্ভাবন ও সৃজন তৎপরতায় প্রচণ্ডভা
বর্তমান আবার প্রতি মুহূর্তেই বিলীন
গর্ভে, ছুটে চলেছে সামনে, ভবিষ্যতের
সমতালে এভাবে এগিয়ে চলে মানব
এরই একটি বিশেষ অংশকে আমরা
বর্তমানের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুগের দৃষ্টি
অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। যুগ
তেমনি স্মৃতি আর স্বপ্নের কলকাকলি
ঐতিহাসিক বাস্তবতার চৌহদ্দিতে মা
অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে
এবং এক নতুন বাস্তবতা নির্মাণের
পড়ে। ভাষা ও চিন্তার বলে বলীয়ান
সম্ভব তার ভাবনাকে কর্মে রূপদান ক
দ্বারা নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করা।
অধিকতর ও সম্পূর্ণতর মানুষ হয়ে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অমর কবিতায়
আগমন সম্ভাবনাকেই প্রত্যক্ষ করেন

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সাম
নিরিখে যুগোপযোগী শিক্ষা বলতে
তার সংজ্ঞা-নির্মিতির প্রয়াস এখানে
যে শিক্ষা জীবনঘনিষ্ঠ, উৎপা
কর্মসংস্থানক্ষম ও জীবনযাত্রার মা
সাংস্কৃতিক, মানবিক ও প্রযুক্তিগত ত
অবদান রাখতে সমর্থ, দেশপ্রেম ও
লালনকারী, দেশের শিল্প
অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বেগ
প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাং
প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে ত
সমর্থ এবং সর্বোপরি দেশের স
সম্পদের বিভিন্নমুখী উপযোগিতা
তৈরির জন্য লাগসই প্রকৌর উন্
সহায়ক, তাকেই আম যুগচা
শিক্ষারূপে অভিহিত করতে পারি
কিছুটা দীর্ঘ ও বিবৃতিমূক মনে হ
এতে শিক্ষার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও
ঘটেছে এমন আশা করায়। এটি অ

দুই হাজার সালের ১লা জানুয়ারি
তাকাশিমায়া ডিপার্টমেন্ট স্টোরের
ঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। নতুন
সামগ্রী তৈরি করেছে

সংব

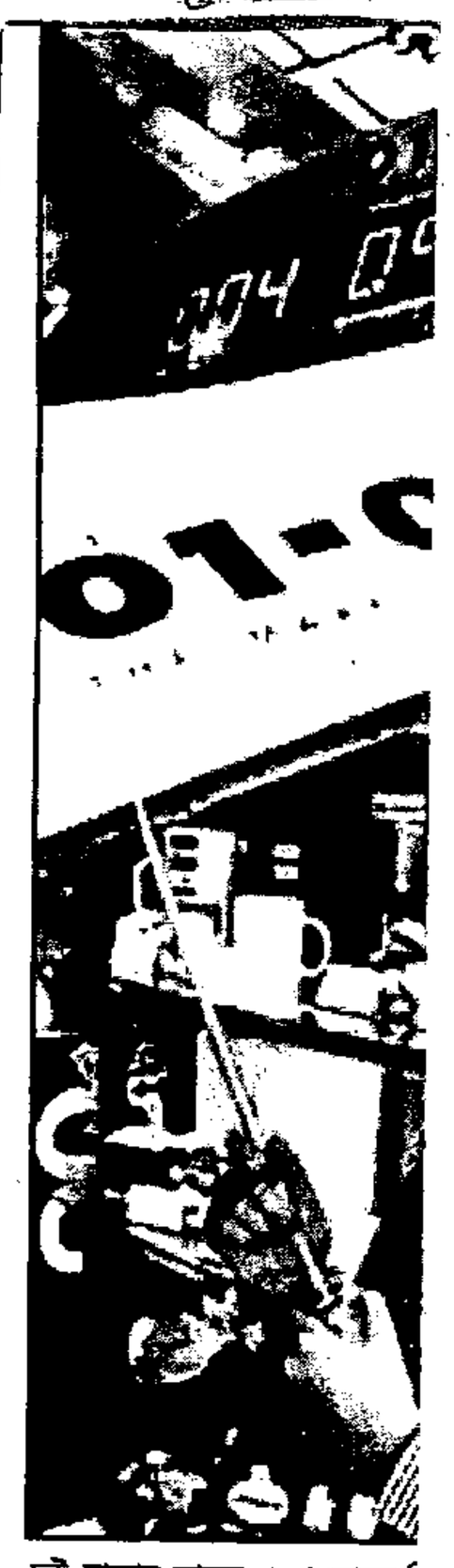

ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তা, ২৮শে ডিসেম্বর (এ
মঙ্গলবার পর্যন্ত ৪২ জন প্রাণ
চিকিৎসকরা জানান, দাঙ্গায় ২৯ জ
এম্বনের প্রধান গির্জার পাশাপাশি
একজন খ্রিস্টান বাসচালক আহত
সেখানে খ্রিষ্টান-মুসলিম দাঙ্গা শুরু

চীনে পরীক্ষামূলক

বেজিং, ২৮শে ডিসেম্বর (রয়ট
ফার্মের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে
বেজিং ইকনোমিক ডেইলি পত্রিক
অনলাইনের মাধ্যমে লেনদেনের জ
করে। চুক্তি অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠ
করা হবে না। বেজিংয়ের পাশাপা
অনলাইনে লেনদেন চালু হবে।

পাকিস্তানে জাতিগ

হরিপুর (পাকিস্তান), ২৮শে ডি
হরিপুরে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ে
হারিয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এ
সিকান্দারপুরস্থ কবরস্তানের পাশে
জন সুন্নি মুসলিমকে হত্যা করে
সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০ জন লোক
জোরদার করা হয়েছে।

জি-৮ সম্মে

টোকিও, ২৮শে ডিসেম্বর (রয়া
মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকের তারিখ মঙ্